কৌশলপত্র ২০৩০ নিউজলেটার

ইস্যু নং ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪

C4C 2 প্রকল্প সিটি কর্পোরেশনকে গভর্ন্যান্স উন্নয়নে সহায়তা করছে

স্ট্রেনদেনিং ক্যাপাসিটি ফর সিটি কর্পোরেশন- C4C 2 হল C4C* এর দ্বিতীয় পর্যায়। স্থানীয় সরকার বিভাগ ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে সিটি কর্পোরেশন গভর্ন্যান্স উন্নয়ন কৌশলপত্র ২০৩০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্পটি সিটি কর্পোরেশনকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালীকরণে সহায়তা করছে। কার্যকর, জবাবদিহিমূলক, স্বচ্ছতা এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের দ্রুত সাড়া প্রদানের লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশনের কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ২০৩০ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সিটি কর্পোরেশনগুলো বার্ষিক প্ল্যান-ডু-চেক-অ্যাকশন (পিডিসিএ) চক্রের মাধ্যমে বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন ও বার্ষিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করে থাকে যেখানে বাজেট প্রণয়ন, নাগরিক সম্পৃক্ততা, অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ও প্রতিবেদন গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করা হয়। সিটি কর্পোরেশন আইন অনুযায়ী প্রবিধান প্রণয়নের জন্য সিটি কর্পোরেশনগুলো স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে নির্দেশনা পেয়ে থাকে যা কৌশলপত্রে উল্লেখিত পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মূল চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচিত। স্থানীয় সরকার বিভাগ এর সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কৌশলপত্র স্টিয়ারিং কমিটির সভায় সিটি কর্পোরেশনের পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন অগ্রগতি পর্যায়ক্রমে পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হয়।

*C4C-র অর্থ হলো, "Capacity for Cities" এর সংক্ষেপিত রূপ। জাইকার কারিগরি সহযোগিতায় এলজিডি ২০১৬ থেকে ২০২১ সাল মেয়াদে 'ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব সিটি কর্পোরেশন' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে।

লার্নিং এ্যান্ড ডায়লগ

বাংলাদেশ ও জাপানের সিটি গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা

জাইকা সিফরসি ২ টিমের সহায়তায় জাপানের নগর পরিচালনার অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য গত ৪ - ৫ অক্টোবর ২০২৩ সালে একটি হাইব্রিড প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। সকল সিটি কর্পোরেশন, স্থানীয় সরকার বিভাগ, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট এবং অন্যান্য সংস্থা থেকে প্রায় ৮০ জন পেশাজীবি ঢাকায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রোগ্রামে প্রাক্তন এবং বর্তমান সিটি কর্মকর্তাসহ জাপানের ৭ জন বিশেষজ্ঞ ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

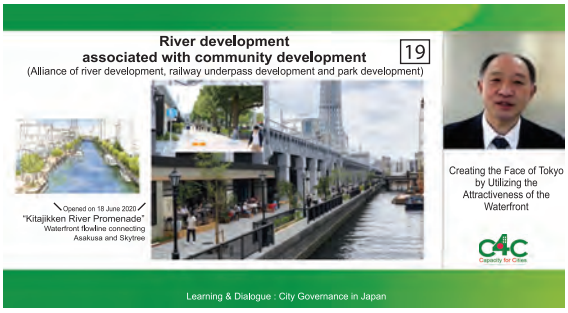

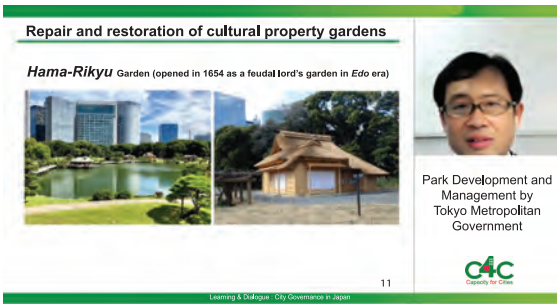

জাপানী আলোচকগণ অনলাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন

জাপান থেকে আলোচকগণ নিম্নলিখিত বিষয়ে আলোচনা করেন

নগর উন্নয়ন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা
নাগরিক সম্পৃক্ততা
- প্রফেসর তামুরা, নাগানো বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাক্তন কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়)
টোকিও মেট্রোপলিটন সিটি'র উন্নয়ন নীতির গতিপথ
- জনাব সাতো, প্রাক্তন প্রধান প্রকৌশলী, টোকিও মেট্রোপলিটন সরকার
নাগরিকদের জন্য টোকিও'র ওয়াটারফ্রন্ট ও পার্ক সুবিধা
- টোকিও মেট্রোপলিটন শহরের সরকারি কর্মকর্তাগণ
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে শহর পরিকল্পনা এবং নাগরিক পরিষেবা
- হিরোশিমা সিটি'র কর্মকর্তাগণ

বাংলাদেশ হতে ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর এবং রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তাগণ রাজস্ব ব্যবস্থা, ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা এবং নগর উন্নয়ন সম্পর্কিত উত্তম চর্চাগুলো তুলে ধরেন। লার্নিং এন্ড ডায়লগ প্রোগ্রামে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়:

- নাগরিকদের আস্থা অর্জন করা-ই নগর উন্নয়নের মূল লক্ষ্য;
- আইন ও উপআইন দ্বারা সমর্থিত অন্তর্ভূক্তিমূলক নাগরিক অংশগ্রহণ;
- সরকারি সংস্থা এবং সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়;
- আইনি উপকরণ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা হালনাগাদ করে রাজস্ব বৃদ্ধি।

লেকচারসমূহের ভিডিও সিটি কর্পোরেশন ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে **jica_c4c2@icnet.co.jp**-এ যোগাযোগ করুন।